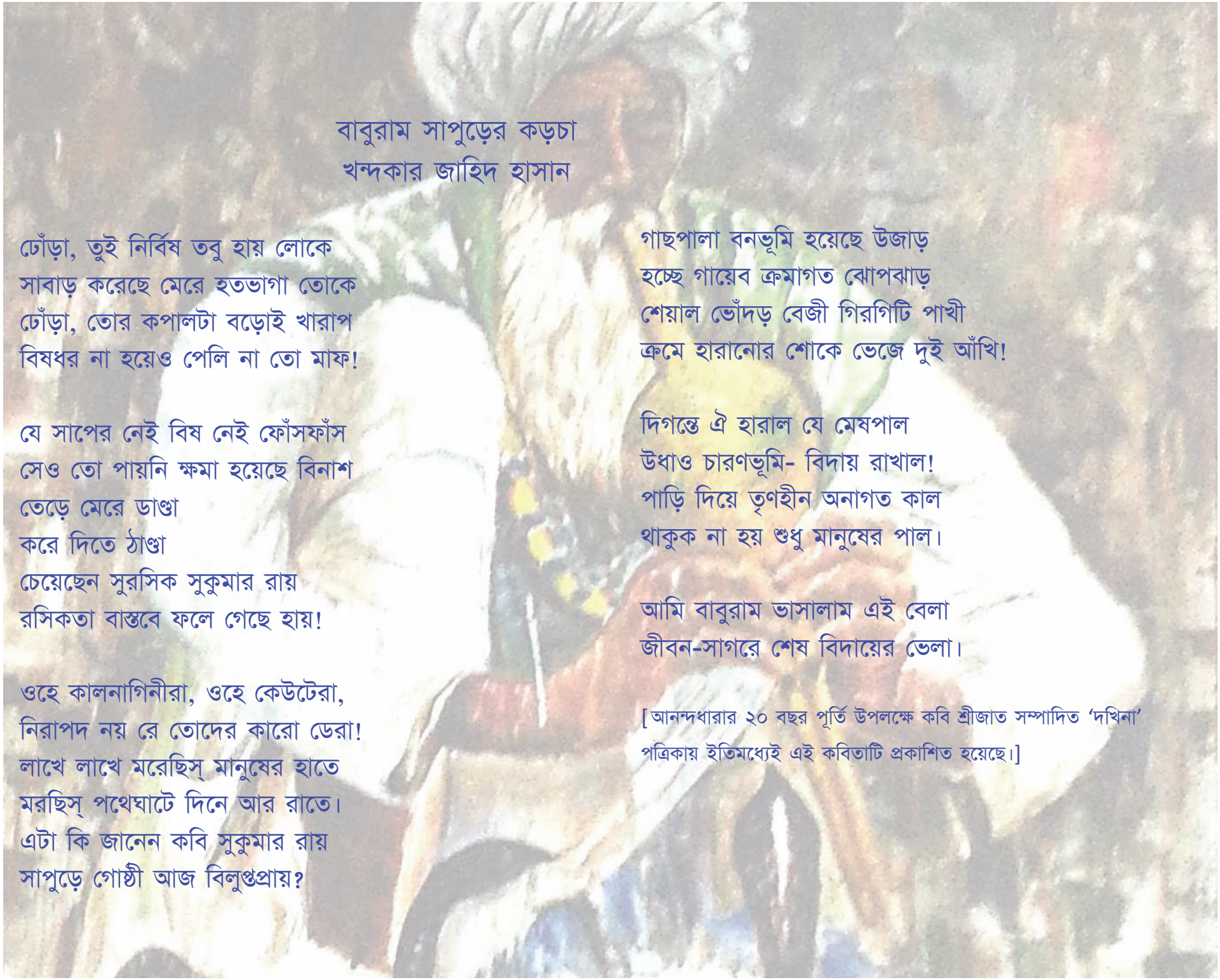

বাবুরাম সাপুড়ের কড়চা

খন্দকার জাহিদ হাসান

ঢোঁড়া, তুই নির্বিষ তবু হায় লোকে
সাবাড় করেছে মেরে হতভাগা তোকে
ঢোঁড়া, তোর কপালটা বড়োই খারাপ
বিষধর না হয়েও পেলি না তো মাফ!

যে সাপের নেই বিষ নেই ফোঁসফাঁস
সেও তো পায়নি ক্ষমা হয়েছে বিনাশ
তেড়ে মেরে ডাণ্ডা
করে দিতে ঠাণ্ডা
চেয়েছেন সুরসিক সুকুমার রায়
রসিকতা বাস্তবে ফলে গেছে হায়!

ওহে কালনাগিনীরা, ওহে কেউটেরা,
নিরাপদ নয় রে তোদের কারো ডেরা!
লাখে লাখে মরেছিস্ মানুষের হাতে
মরছিস্ পথেঘাটে দিনে আর রাতে।
এটা কি জানেন কবি সুকুমার রায়
সাপুড়ে গোষ্ঠী আজ বিলুপ্তপ্রায়?

গাছপালা বনভূমি হয়েছে উজাড়
হচ্ছে গায়েব ক্রমাগত ঝোপঝাড়
শেয়াল ভোঁদড় বেজী গিরগিটি পাখী
ক্রমে হারানোর শোকে ভেজে দুই আঁখি!

দিগন্তে ঐ হারাল যে মেষপাল
উধাও চারণভূমি- বিদায় রাখাল!
পাড়ি দিয়ে তৃণহীন অনাগত কাল
থাকুক না হয় শুধু মানুষের পাল।

আমি বাবুরাম ভাসালাম এই বেলা
জীবন-সাগরে শেষ বিদায়ের ভেলা।

[আনন্দধারার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কবি শ্রীজাত সম্পাদিত 'দখিনা' পত্রিকায় ইতিমধ্যেই এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে।]